গর্ভাবস্থায় হাম বিষয়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য জরুরি তথ্য ও করণীয়

হাম প্রাদুর্ভাবের সময় গর্ভবতী মাকে উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা মা হিসেবে বিবেচনা করুন।

গর্ভবতী মা হাম আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে বা হাম সন্দেহ হলে দ্রুত মূল্যায়ন করুন, আইসোলেশনে রাখুন এবং প্রয়োজন হলে দ্রুত রেফার করুন।

হাম প্রাদুর্ভাবের সময় অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ প্রতিরোধে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে পরামর্শ দিন এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করুন।

গর্ভাবস্থায় হামের টিকা নেওয়া যাবে না এবং ভিটামিন-এ ক্যাপসুল গ্রহণ করা যাবে না।

প্রতিবার গর্ভকালীন সেবা দেওয়ার সময় গর্ভবতী মায়ের হাম-সংক্রান্ত সংস্পর্শ ও লক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। হাম আক্রান্ত ব্যক্তি বা জ্বর-ফুসকুড়িযুক্ত কারও সংস্পর্শে আসা, অথবা জ্বর, কাশি, নাক দিয়ে পানি পড়া, চোখ লাল হওয়া বা ফুসকুড়ি থাকলে তাকে সম্ভাব্য হাম আক্রান্ত হিসেবে বিবেচনা করুন।

গর্ভকালীন সেবা প্রদানের সময় গর্ভবতী মাকে ভিড় এড়িয়ে চলতে এবং হাম আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছ থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিন।

সকল স্বাস্থ্যকর্মীর সুরক্ষা নিশ্চিত করুন। হাম আক্রান্ত রোগীকে সেবা দেওয়ার সময় মাস্ক ব্যবহার করুন, সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার রাখুন এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।

CamScanner

হাম প্রাদুর্ভাবের সময় গর্ভবতী মা ও গর্ভের শিশুর সুরক্ষায় করণীয়

হাম প্রাদুর্ভাবের সময় হামের লক্ষণ দ্রুত শনাক্ত করুন। জ্বর, ফুসকুড়ি, কাশি, নাক দিয়ে পানি পড়া বা চোখ লাল হওয়া দেখা দিলে দেরি না করে দ্রুত স্বাস্থ্যকর্মী বা নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সহায়তা নিন।

আপনার এলাকায় হাম ছড়িয়ে পড়লে নিজের এবং গর্ভের শিশুর সুরক্ষায় বাড়তি সতর্কতা নিন। ভিড় এড়িয়ে চলুন, হাম আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে যাবেন না, সংক্রমণ থেকে সুরক্ষায় মাস্ক ব্যবহার করুন, সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত ধুয়ে পরিষ্কার রাখুন এবং গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করুন।

হাম প্রাদুর্ভাবের সময় ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুকে হামের টিকা সময়মতো নিশ্চিত করুন। সরকার পরিচালিত অতিরিক্ত টিকাদান কার্যক্রম থাকলে তাতেও অংশ নিন। এতে মা, শিশু ও পুরো পরিবার সুরক্ষিত থাকবে।

গর্ভাবস্থায় মায়ের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম থাকে। তাই এ সময়ে হাম হলে মা ও গর্ভের শিশুর জন্য গুরুতর ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। এতে মা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হতে পারেন। পাশাপাশি গর্ভপাত, গর্ভের শিশুর মৃত্যু, সময়ের আগে শিশুর জন্ম এবং কম ওজনের শিশু জন্মের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

গর্ভাবস্থায় হামের টিকা নেবেন না এবং ভিটামিন - এ ক্যাপসুল গ্রহণ করবেন না।

CamScanner